দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 8 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষাঙ্গনে তুঘলকি কাণ্ড !

ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সবকিছুই বদলে যেতে থাকে তাহলে তো চিন্তার বিষয়। বিশেষ করে শিক্ষার ব্যাপারে মাঝে মাঝেই যদি সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে তাহলে তা শিক্ষার মানকেই ব্যাহত করে। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছাত্রছাত্রীরা। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও এতে দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য হন। সত্যি কথা বলতে কি, সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ফলে অনেক জায়গায় স্কুল-কলেজে চলছে তুঘলকি কাণ্ড। শুক্রবারের জনকণ্ঠে এমনই একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। 'ডেমরার আদর্শ স্কুল ও কলেজ চলছে অধ্যক্ষের খামখেয়ালীতে/আদালতের নির্দেশ নিয়ে ৭ প্রভাষক কাজে যোগ দিতে গেলে অধ্যক্ষ তাঁদের যোগদানপত্র গ্রহণ করেননি' এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের একাধিক অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জোট-সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এখানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। স্থানীয় এমপি তাঁর ইচ্ছামতো আদেশ-নির্দেশ গছিয়ে দিয়েছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ইতোমধ্যে ২১ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নানাভাবে হয়রানি করে বের করে দিয়েছেন। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছে আদালতে। গত বৃহস্পতিবার সকালে আদালতের নির্দেশমতো প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার ৭ প্রভাষক ও এক প্রদর্শক কাজে যোগদানের জন্য অধ্যক্ষের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা অধ্যক্ষকে যোগদানপত্র দিলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, যোগদানপত্র বিধিসম্মত হয়নি। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এমপি সালাহউদ্দিনের সঙ্গে কথা না বলে তিনি তাঁদের যোগদানপত্র নেবেন না বলে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেন। এই প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করা হচ্ছে। এখানে দু'টি শিফট চালু আছে। দ্বিতীয় শিফটের ছাত্ররা বেলা ১২টায় যথারীতি ক্লাসে গেল। কোরান তেলাওয়াত করা হলো। পরক্ষণেই মাইকে বাজানো হলো জাতীয় সঙ্গীত। ছাত্ররা যথারীতি দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতে ঠোঁট মেলাল। কিন্তু শিক্ষকরা বসে রইলেন, এমনকি অধ্যক্ষ মহোদয়ও! এ নিয়ে জনকণ্ঠ-রিপোর্টার অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এটা তাঁর প্রতিষ্ঠান, তিনি তাঁর মতো করে পরিচালনা করছেন। এটা দেখার জন্য নাকি এমপিই যথেষ্ট। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই জাতীয় ব্যবহার শিক্ষাঙ্গনে একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আইনসঙ্গতভাবে আগত ৭ প্রভাষককে অধ্যক্ষ পাত্তা দিলেন না। অথচ তিনিই বললেন, তিনি অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করেছেন ৩০ জন এবং শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে ২৫ জনের। এছাড়াও একাধিক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবিকাদের অপমান করতেও অধ্যক্ষের কোনপ্রকার সঙ্কোচের উদ্রেক হয়নি। এ-জাতীয় নানাবিধ বাড়াবাড়ির জন্য অভিভাবকরা একবার অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেছিলেন। পরে বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, শিক্ষক সমিতি সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ঢাকার কাছে ডেমরা থানায় চাকরিচ্যুতির ঘটনা বেশি। ডেমরার ৭টি স্কুলের ২৮ শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। স্কুলগুলো হলো সবুজ বিদ্যাপীঠ, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও আরও ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, সারাদেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক একটি প্রজ্ঞাপন এবং সেটার ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় সবরকমের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। জেলাপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়োগ-কার্যক্রমে আপাতত কোন রকম ভূমিকা রাখছেন না, বিশেষ করে, নতুন কোন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ থেকে তাঁরা বিরত রয়েছেন। ফলে সবধরনের নিয়োগকার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ-ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক বলেছেন, হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পরও যদি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটি কাউকে নিয়োগ দেয়, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, তবে তাদের নিযুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা-না করার এখতিয়ার তো সরকারের। তিনি আরও বলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, অনিয়মরোধ এবং সেই সঙ্গে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগদানের লক্ষ্যে সরকার 'শিক্ষক নিয়োগ কর্তৃপক্ষ' গঠনের চিন্তাভাবনা করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এ-ধরনের নতুন নতুন অবস্থা সৃষ্টি হলে যোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনাই বিঘ্নিত হবে। এই অবস্থা কারও কাঙ্ক্ষিত হওয়ার কথা নয়। আমরা দাবি করি, স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে রেখে নিরপেক্ষভাবে গঠন করা হোক। তাহলে সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ ফিরে আসবে এবং শিক্ষার গতিবেগ বাড়বে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন তুঘলকি কাণ্ড-কারখানা চলতে দেয়া উচিত হবেনা। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অবিলম্বে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আসলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, আর, তা করতে হবে যথার্থ শিক্ষার স্বার্থেই।